ISSN : 0976-9463 Volume 27 • Issue 4 • Number 47

TABU EKALAVYA

তবু একলব্য

An International Peer-reviewed Refereed Research Journal on Arts & Humanities

কলা ও মানববিদ্যা বিষয়ক গবেষণাধর্মী পিয়ার-রিভিউড রেফার্ড পত্রিকা

সমাজ

সংস্কৃতি

সাহিত্য

ISSN 0976-9463

তবু একলব্য

৪৭

বর্ষ ২৭ • সংখ্যা ৪
ক্রমিক ৪৭

Volume 27, Issue 4
Number 47

TABU EKALAVYA

An International Peer-reviewed & Refereed Research Journal on Arts & Humanities

কলা ও মানববিদ্যা বিষয়ক গবেষণাধর্মী রেফার্ড ও পিয়ার-রিভিউড পত্রিকা

সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য

সম্পাদনা ও সংকলন

ড. দেবারতি মল্লিক

ড. দীপঙ্কর মল্লিক

আমন্ত্রিত সম্পাদক

ড. লিপিকা সরকার

দি গৌরী কালচারাল এন্ড এডুকেশনাল অ্যাসোসিয়েশন

সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য গবেষণাকেন্দ্র

47

TABU EKALAVYA

An International Peer-reviewed Refereed Research
Journal on Arts & Humanities
Volume 27, Issue 4
Number 47
Published : January 2022
First Edition : July 2022
ISSN : 0976-9463
ISBN : 978-93-92110-02-3

TABU EKALAVYA

Chief Advisor : Swami Shastrajnananda
Selina Hossin
Ramkumar Mukhopadhyay
Soma Bandyopadhyay
Sadhan Chattopadhyay
Ashis Chattopadhyay
President : Biplab Majee
Vice-President : Tapan Mondal
Executive Editor : Sushil Saha
Editor : Debarati Mallik
Working Editor : Tapas Pal
Editor-in-Chief : Dipankar Mallik
e-mail : tabuekalavya@gmail.com
Website : www.tabuekalavya.in
facebook : তবু একলব্য গবেষণা পত্রিকা
group : তবু একলব্য গবেষণা পত্রিকা

প্রাপ্তিস্থান : দে'জ, দিয়া, দে বুক স্টোর (দীপু), পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু, পাতাবাহার

মূল্য : ৭০০ টাকা

ISSN : 0976-9463

তবু একলব্য

TABU EKALAVYA

An International Peer-reviewed & Refereed Research Journal

সভাপতি

বিপ্লব মাজী

সহ-সভাপতি

তপন মন্ডল

মুখ্য উপদেষ্টা

স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ
সেলিনা হোসেন
রামকুমার মুখোপাধ্যায়
সোমা বন্দ্যোপাধ্যায়
সাধন চট্টোপাধ্যায়
আশিস চট্টোপাধ্যায়

নির্বাহী সম্পাদক

সুশীল সাহা

সাংগঠনিক সহযোগী সম্পাদক

তাপস পাল

পত্রিকা কমিটির সম্পাদক

দেবারতি মল্লিক
দীপঙ্কর মল্লিক

সাংগঠনিক কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক

মধুসূদন সাহা
সোমালি চক্রবর্তী

আহ্বায়ক

বিদিশা সিন্‌হা, অঙ্কিতা মুখার্জী, রামকৃষ্ণ মণ্ডল

উপদেষ্টামণ্ডলী

মনোজ মিত্র, বিভাস রায়চৌধুরী, পবিত্র সরকার, সমীর রক্ষিত, নলিনী বেরা, অমর মিত্র, জয়া মিত্র, বাসব চৌধুরী, তপোধীর ভট্টাচার্য, ব্রততী চক্রবর্তী, শুভময় মণ্ডল, বারিদ বরণ ঘোষ, সত্যবতী গিরি, শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী, অপূর্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমিতা চক্রবর্তী, বিশ্বজিৎ ঘোষ, শহীদ ইকবাল, দীপক রায়, উদয়চাঁদ দাশ, সনৎকুমার নস্কর, সুখেন বিশ্বাস।

সম্পাদকমণ্ডলী

সোনালি মুখার্জি, ঊর্মি রায়চৌধুরী, প্রসূন ঘোষ, মীর রেজাউল করিম, মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়, বরেন্দু মণ্ডল, অর্জুন সেনশর্মা, শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত, সোমা ভদ্র রায়, সৌমি দাশ, মৌমিতা বিশ্বাস, স্বাগতা দাস মোহান্ত, আশিস রায়, মণিশঙ্কর মণ্ডল, বরুণজ্যোতি চৌধুরী, আনিসুর রহমান, শ্যামাচরণ মণ্ডল, রাধেশ্যাম সাহা, সুব্রত ঘোষ, শকুন্তলা দাস, বিদিশা সিন্‌হা, বিদিশা ঘোষ দস্তিদার, দেবযানী সেনগুপ্ত, অনিমেষ গোলদার, হৃষিতা গুপ্তবক্সী, প্রিয়ব্রত ঘোষাল, শুভঙ্কর রায়, অর্ণব সাধুখাঁ, প্রসেনজিৎ বিশ্বাস, গৌতম দাস, চিত্রা সরকার, সুবীর সেন, বিপ্লবকুমার সাহা, রচনা রায়।

বিষয় বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকমণ্ডলী

গোপা দত্ত ভৌমিক, অপর্ণা রায়, বেলা দাস, সুমন গুণ, সুচরিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃণ্ময় প্রামাণিক, রমেন কুমার সর, অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, অতনু শাশমল, শেখর সমাদ্দার, জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বতোষ চৌধুরী, সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ রায়, সুমনা দাস শূর, নন্দিনী ব্যানার্জী, সুজিতকুমার পাল, সেলিম বক্স মণ্ডল।

আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব

সৌমিত্র শেখর	: বাংলাদেশ
শহীদ ইকবাল	: বাংলাদেশ
শামস্ আলদীন	: বাংলাদেশ
চঞ্চলকুমার বোস	: বাংলাদেশ
সামসুজ্জমান মিন্কি	: বাংলাদেশ
হোসনে আরা জলি	: বাংলাদেশ
ইয়ং জোনজে	: চিন
যামি প্রক্টর-জু	: আমেরিকা
ট্রান কোয়াং কুই	: ভিয়েতনাম
জারকো মিলেনিক	: বসনিয়া

কার্যকরী কমিটি

পুষ্পেন্দু মজুমদার, দিব্যেন্দু পালধী, দীপক কুমার ঘোষ, অরুণাভ চক্রবর্তী, বৈশাখী পাঠক, অস্মিতা মিত্র, ঐন্দ্রিলা চক্রবর্ত্তী, সুদীপ্তা ঘোষ, পিয়ালী দাশগুপ্ত, মিলন সিংহ, মনসা ঘাঁটা, দীপ্ত সরদার, সৈকত মাহাতো, কাকলি মোদক।

সম্মাননীয় সদস্যবৃন্দ

ঊর্বী মুখার্জী, সোমদত্তা ঘোষ, বিপ্লব সাহা, লিপিকা বিশ্বাস, সুশান্ত মণ্ডল, সুভাষচন্দ্র দাস, শম্পা সিন্‌হা বসু, সুব্রত পুরকাইত, মমতা খাঁ, মমতা চক্রবর্তী, দীপঙ্কর মণ্ডল, বিপুলকুমার মণ্ডল, সুব্রতকুমার মান্না, রুম্পা দাস, জয় দাস, অর্পিতা দাস, সন্দীপকুমার রায়, মিহিরকুমার মণ্ডল, প্রসূন মাজী, স্বরাজ কুমার দাশ, গিরিধারী মণ্ডল, তমসা দত্ত, বোধিসত্ত্ব ভট্টাচার্য, মাধবী সাহা, পায়েল সাহা, নবনীতা বসু, সৌরভ সামন্ত, মন্টু বিশ্বাস, অলোক রায়, মিঠু সাঁতরা, টিনা বসু, সাবির মণ্ডল, সুস্মিতা সাহা, সুস্মিতা বণিক, লিপিকা সরকার, সুদীপ্তা তরফদার, অরিন্দম সরকার, সুদীপ্ত সামন্ত, দীপাঞ্জন দে, দেবদীপ দাস, অনিন্দিতা মুখার্জী চৌধুরী, স্বরাজকুমার দাস, পরিতোষ মণ্ডল, মণিহার খাতুন, সৌমিলি দেবনাথ।

❖ তুলনামূলক পাঠ - - - - - -

৫২২ মার্কস্ ও বিবেকানন্দের সমাজচিন্তা : কিছু তুলনামূলক আলোচনা ‖ ভানুমতি রায়

৫৩৯ The Village as a Representative of the Real India: A Comparative Study of Bibhutibhusan Bandyopadhyay's 'Pather Panchali' and Anita 'Desai's The Village by the Sea' ‖ Indrajit Mukherjee

❖ সমাজ ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকার - - - - - -

৫৪৪ সেকালে বাঙালির খাদ্যসংস্কৃতিতে ঔপনিবেশিক অভিঘাত ‖ মুগ্ধ মজুমদার

৫৫৩ ভারতীয় সংস্কৃতিতে সমাজ ও সাহিত্যের মেলবন্ধন ‖ কাঞ্চন বারিক

৫৫৮ প্রাচীন ইতিহাস নির্মাণ প্রসঙ্গে পুরাণ ও মহাকাব্য ‖ অয়ন দাস

৫৬২ মহাভারতে সনাতন তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে সংস্কৃতিতত্ত্ব ‖ ইন্দ্রানী মণ্ডল

❖ রাজনৈতিক প্রসঙ্গ - - - - - -

৫৭০ রাজনৈতিক আবর্তে নজরুলের ভাবনা ‖ আশিস রায়

❖ কিশোর সাহিত্য - - - - - -

৫৭৬ বাংলা কিশোর সাহিত্যের স্বতন্ত্রসত্তা বুদ্ধদেব গুহর 'ঋজুদা' ‖ প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য

❖ রসতত্ত্ব, সংগীত ও অন্যান্য প্রবন্ধ - - - - - -

৫৮৩ 'ভারতপ্রেমকথা'র ভাষাশৈলী ‖ পাঞ্চালী মুখার্জী

৫৯৩ প্রাচ্য রসতত্ত্বের সহজ পাঠ : লালমোহন ভট্টাচার্যের 'কাব্যনির্ণয়' : একটি গবেষণাধর্মী অনুসন্ধান ‖ নীলকমল বাগুই

৬০০ ব্রহ্মসংগীত রচনায় নারীদের অবদান ‖ চন্দ্রাণী দাস

৬০৮ বাংলা গানের উদ্ভবের প্রেক্ষাপট ও রবীন্দ্রনাথ ‖ মধুমিতা সরকার

৬১৪ ভাষা, সংস্কৃতি ও উইটগেনস্টাইনের দর্শন ‖ তৃপ্তি ধর ও মৌমিতা ব্যানার্জি

৬২০ দারিদ্র্য দূরীকরণে বিশ্বব্যাঙ্ক এবং রাষ্ট্র সংঘের ভূমিকা ‖ কাকলি কুন্ডু

৬২৭ ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার নারী জাগরণে কেশবচন্দ্র সেনের ভূমিকা ‖ রত্না পাল

৬৩৩ ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রে ভক্তিরসের স্থান ‖ দেবব্রত বৈদ্য

৬৪০ নিপীড়ন ও বিচারব্যবস্থা : সাহিত্য ও সমাজপ্রেক্ষিতে ঔপনিবেশিক বাংলার গ্রাম ও শহর ‖ তুষার কান্তি সাহা

৬৪৭ শরৎচন্দ্রের লেখনীতে মহামারীর আবহে পরিবেশ প্রকৃতি ও মানবজীবনের টানাপোড়েনের চিত্র ‖ কাজল মাল

৬৫৪ প্রাবন্ধিক পরিচিতি

সাহিত্যে রাজনৈতিক ভাবনা .....

রাজনৈতিক আবর্তে নজরুলের ভাবনা

আশিস রায়

ভাবনা থাকেই। বিশেষ করে নিজেদের অবস্থান কোথায় বোঝানোর জন্য। সচেতন থাকলেই চেতনা বাড়ে। নিজের জন্য যতটা না, তার থেকে বেশি থাকে অপরের জন্য। চেতনার জাগ্রত করতে গেলেই মতাদর্শের প্রয়োজন। সচেতন থাকতে হয় সমাজ ও রাজনীতি সম্পর্কে। সমাজের অবস্থানগত পরিবর্তন করা দরকার কি না, পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখে নিজেকেই ঠিক করতে হয়। আর রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকতে চান না অনেকেই। কিন্তু কোনো একটি রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে নিজেদের মনের মিল হয়ে যায়। নিজেদের লেখার মধ্যে দিয়ে তারই প্রকাশ পায়। জাগ্রত করা হয় চেতনার।

মানবদরদি কবি নজরুল সক্রিয়ভাবে কিছু সময় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর সমগ্র রচনা দেখলে মনে হয় তিনি মার্কসবাদী। কিন্তু পুরোপুরি মার্কসবাদী ছিলেন না। তাঁর প্রিয় লেখক ছিল দস্তয়ভস্কি ও গোর্কি। কেননা, এঁনারা দুঃখী মানুষের কথাকার ছিলেন। 'লাঙল' বা ধূমকেতুর মতো পত্রিকায় উঠে এসেছে এই অসহায় মানুষদের কথা। তবে মুজফফর আহমদ এর কথায়—

> তবুও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, বিয়ে করার পর সে সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ করল। এই সময়েই বাংলাদেশের নানান জায়গায় ঘুরে ঘুরে সে রাজনীতির সভা সমিতিতে বক্তৃতা দেওয়া আরম্ভ করেছিল। পুলিশের গুপ্তচরেরা তাঁর পিছনে ঘোরা আরম্ভ করেছিল এইসময় হতেই। তাঁর গতিবিধি কেবল সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক সভা-সমিতিতে আর সীমাবদ্ধ থাকল না। ১৯২৬ সালে সে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্য ছিল। কখন প্রথম সে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্য হয়েছিল সে খবর আমি নিইনি।[১]

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে নজরুলের সঙ্গে গান্ধিজির দেখা হুগলিতে। মুখোমুখি কথা হওয়ার পর নজরুল বুঝলেন চরকা আর খদ্দর দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সম্ভব নয়। তিনি ঝুঁকে পড়লেন সাধারণ মানুষের দিকে। তিনি যেটা চাইছেন সেই বিষয় নিয়ে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করলেন এবং শেষপর্যন্ত করেই ফেললেন। কিন্তু সেটা কতটা সাফল্য লাভ করেছিল সেটা বিচার্য বিষয়। চারজন উদ্যোগ নিয়ে একটি দল গঠন করে ফেললেন। তাঁর সঙ্গে রইলেন

কুতুবুদ্দীন আহমেদ, হেমন্তকুমার সরকার ও শামসুদ্দীন হুসয়ন। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে কলকাতায় ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত লেবার স্বরাজ পার্টি—(The Labour Swaraj Party of the Indian National Congress) দলের ইস্তাহার নজরুলের হাতের লেখায় প্রকাশ পেল। দলের মুখপাত্র হিসেবে 'লাঙল' সাপ্তাহিক কাগজ হিসেবে প্রকাশ পেতে থাকল। পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই নজরুলের বিখ্যাত কবিতা প্রকাশ পেল 'সাম্যবাদী'—

> গাহি সাম্যের গান—/যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান,/যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রিশ্চান।/গাহি সাম্যের গান/কে তুমি?—পার্সি, জৈন? ইহুদি? সাঁওতাল, ভিল, গারো?/কনফুসিয়া? চার্বাক-চেলা? বলে যাও, বলো আরো!/বন্ধু যা খুশি হও,/পেটে-পিঠে, কাঁধে-মগজে যা-খুশি পুঁথি ও কেতাবে বও,/কোরান-পুরাণ-বেদ-বেদান্ত-বাইবেল-ত্রিপিটক—/জেন্দাবেস্তা-গ্রন্থসাহেব পড়ে যাও যত শখ,/কিন্তু কেন এ পশুশ্রম, মগজে হানিছ শূল?/ দোকানে কেন এ দর-কষাকষি? পথে ফোটে তাজা ফুল![২]

নজরুল সাধারণ মানুষের থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাননি। চেয়েছেন এই অভাগা মানুষদের কাছে থেকে তাদের বুকের বলকে বাড়িয়ে দিতে। সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাদের মধ্যে একতার বড়ো অভাব, তারা নিজেদের মধ্যে জাত-পাতের ভেদাভেদ নিয়ে ব্যস্ত। কে কাকে কতটা দূরে সরিয়ে রাখতে পারে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এই মানুষদের জাগ্রত করা দরকার। না হলে সমাজকে কখনোই কলুষ মুক্ত করা যাবে না। আমাদের সব থেকে বড়ো পরিচয় আমরা মানুষ, তারপরে অন্য কোনো জাতি। আমাদের নিজেদের পরিচয় ভুলে গিয়ে জাতিকেই প্রাধান্য দিচ্ছি। আমরা প্রত্যেকেই যে এক সেটাই বলতে চাইলেন কবিতার মধ্যে। 'মানুষ' কবিতাতেও তিনি সেই সাম্যের গান গাইলেন—

> গাহি সাম্যের গান—/মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান!/নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি,/সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।/পূজারী দুয়ার খোলো,/ক্ষুধার ঠাকুর দাঁড়ায়ে দুয়ারে পূজার সময় হলো!/স্বপন দেখিয়া আকুল পূজারী খুলিল ভজনালয়/দেবতার বরে আজ রাজা-টাজা হয়ে যাবে নিশ্চয়।/জীর্ণ-বস্ত্র শীর্ণ-গাত্র, ক্ষুধায় কণ্ঠ ক্ষীণ/ডাকিল পান্থ, দ্বার খোলো বাবা, খাইনিকো সাত দিন।/সহসা বন্ধ হলো মন্দির, ভুখারি ফিরিয়া চলে,/তিমির রাত্রি, পথ জুড়ে তাঁর ক্ষুধার মানিক জ্বলে!/ভুখারি ফুকারি কয়,/ঐ মন্দির পূজারীর, হায় দেবতা, তোমার নয়![৩]

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি তারিখে 'লাঙল' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই সংখ্যাতে তিনি রচনা করলেন 'কৃষকের গান'। তিনি দেখালেন কৃষকরাই আমাদের সমাজের মূল চালিকা শক্তি। চাষিদের জন্যই একদিন উঠোন ভরা ধান ছিল। কিন্তু আজ দস্যুদের লাঞ্ছনার জন্য আমাদের সব শেষ হয়ে গিয়েছে। লক্ষ্মী মায়ের কেশ ধরে কেউ টানছে। আমাদের অবস্থা এতটাই খারাপ। নজরুল রাজনীতির প্রচার বা বক্তৃতা করতে গিয়ে সাধারণ মানুষদের বোঝাতে থাকলেন তাদের যে গৌরব ছিল তা যেন আজ আবার ফিরে আসে। খুব স্বাভাবিক নিয়মেই ফিরে আসবে না। নিজেদের অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য লড়াই করতে হবে। নিজেদেরকে প্রস্তুত হতে হবে। আজকের দিনে একজন রাজনৈতিক নেতা শুধুমাত্র

কথার ফুলঝুরি আর প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিয়ে চলে যান। সমস্যায় পড়লে তাদের দেখা মেলে না। কিন্তু নজরুল রাজনীতিতে যোগদানের আগে এবং পরে সাধারণ মানুষের সঙ্গেই ছিলেন। তিনি তাদের সজাগ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন বারবার—

ও ভাই আমরা শহীদ, মাঠের মক্কায় কোরবানি দিই জান।
আর সেই খুনে যে ফলছে ফসল, হরছে তা শয়তান।
আমরা যাই কোথা ভাই, ঘরে আগুন বাইরে যে তুফান।
আজ চারদিক হতে ঘিরে মারে এজিদ রাজার দল।
আজ জাগ রে কৃষাণ, সব তো গেছে, কিসের বা আর ভয়,
এ ই ক্ষুধার জোরেই করব এবার সুধার জগৎ জয়।
ঐ বিশ্বজয়ী দস্যুরাজার হায়-কে করব নয়,
ওরে দেখবে এবার সভ্যজগৎ চাষার কত বল।।[৪]

নজরুল দলের নানান কাজ করলেও, তাঁর আলোচ্য বিষয় ছিল কৃষক ও শ্রমিকদের নিয়ে। তাদেরকে কেমন ভাবে এগিয়ে নিয়ে আসবেন। ঠিক হল কৃষক ও শ্রমিক দল গঠন করা হবে। সম্মেলনে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হওয়ার পরেই 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অন্তর্ভূক্ত লেবার স্বরাজ পার্টি' নাম বদলে হয়ে গেল 'বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল'। অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে কংগ্রেস পার্টির বাইরের একটি দল। পরে অবশ্য ইংরেজিতে দলের নাম হয় 'The Workers' and Peasants Party of Bengal.' এই দলের শাখা পরবর্তীকালে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় সারা-ভারত মজুর ও কৃষক দল গঠিত হয় (The all-India Workers' and Peasants' Party). ভারত সরকার মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় ওয়ার্কস এন্ড পেজান্টস পার্টিকে কমিউনিস্ট পার্টির একটি শাখা হিসেবে প্রমাণ করতে চায়। এই মামলায় অভিযুক্তরা এই কথা মেনে নেয়নি। কিন্তু আদালত সরকারের কথাকে মেনে নিয়েছিল—

> ১৯২৬ সালে আমি দেখেছি যে নজরুল ইসলাম বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির একজন সভ্য। আমি অবশ্য ওই বছরের ফেব্রুয়ারী মাসেই প্রথম কংগ্রেসের চার আনার সভ্য শ্রেণিভুক্ত হই। কৃষ্ণনগরে নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনের যে অধিবেশন হয়ে গেল তাঁর কর্মকর্তাদের একজন যে নজরুল ইসলামও ছিল সে কথা বলাই বাহুল্য। মে মাসে কৃষ্ণনগরে প্রাদেশিক সম্মেলনে (বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলন) হবে স্থির হয়েছিল। সেই সময়ে কৃষ্ণনগরে যুব সম্মেলন ও ছাত্র সম্মেলনও হতে যাচ্ছিল। এই সবের প্রস্তুতি চলছিল। নজরুলের নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই।[৫]

নজরুল যখন পার্টির সদস্য হয়ে নানান জায়গায় সাধারণ মানুষকে সজাগ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তখনই কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা বেঁধে গেল। দাঙ্গার প্রথম দিকে নজরুল কিছু দিন জনসচেতনার প্রচার বন্ধ রাখলেন। তবে শহরের এই দাঙ্গা গ্রামগুলিতে স্পর্শ করতে পারেনি। এই সময়ে কলকাতার লোকের অতি হিন্দু বা অতি মুসলমান হয়ে গিয়েছে। তার ফলে সমস্যা আরও বেশি পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে। কিছু কাগজ যেমন 'সোলতান' এবং 'মাৎওয়ালা' সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নতুন করে ঘি ঢেলে দিল। তারজন্য

সম্পাদক দ্বয়ের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমাও হয়েছিল। তবে নজরুল এবং তাঁর সতীর্থরাও বরাবরই রাজনীতির ক্ষেত্রে উদার এবং অসাম্প্রদায়িক হিসেবে বিবেচিত ছিলেন। তবে নজরুল সাম্প্রদায়িক এই আবহাওয়ার মধ্যেও কৃষ্ণনগরে তিনটি সম্মেলনের প্রস্তুতি নেন। সারাদিনের প্রচারের কাজে তাঁর এতটুকু অবকাশ নেই। সম্মেলনগুলিতে তিনি শুধুমাত্র বক্তৃতা করেছিলেন তাই নয়, প্রত্যেকটা সম্মেলনে তিনি গান রচনা করেছিলেন এবং তার সুরও দিয়েছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের জন্য তিনি একটি গান লিখেছিলেন 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'—

> দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার/লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে, যাত্রীরা হুশিয়ার!/দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,/ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ/কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান, হাঁকিছে ভবিষ্যৎ/এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।।.../অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ,/কাণ্ডারী আজ দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি পণ!/'হিন্দু না ওরা মুসলিম'? ওই জিজ্ঞাসে কোন জন /কাণ্ডারী! বলো, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মার।[৬]

একদল মানুষ না বলে রাজনৈতিক নেতা বলাই ভালো, যারা নিজেদের সুবিধার জন্য পার্টির মধ্যে হিন্দু-মুসলমান এই বিভাজনকে সযত্নে লালন-পালন করছিলেন, কিন্তু নজরুলের মতো অনেক মানুষই ছিলেন যাঁরা বিশ্বাস করতেন এবং একই সঙ্গে প্রচার করতেন তারা ভারত মায়ের সন্তান। আর কোনো বিভাজন নেই এর মধ্যে। সকলকে একসঙ্গে লড়াই করতে হবে, নিজেদের স্বরাজকে ফিরিয়ে আনার জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় নজরুল যখন 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' গাইলেন সম্মেলনে। তখন সম্মেলনের মধ্যে ছোটো একটা ইশতেহার বিলি হচ্ছে। যেটা ভয়ংকরভাবে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে ভরা। যে দাঙ্গা কলকাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা এখন প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে দেওয়ার আবেদন রয়েছে। বোঝা যাচ্ছে না, এই ধরনের ইশতেহার কোথা থেকে আসছে। একটি ছেলেকে ঘুরতে দেখে সন্দেহ তৈরি হয়। এই ছেলেটিকে কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় দেখাও গিয়েছে—দেখলাম তিনি এদিক-ওদিক তাকিয়ে প্রেসের ভিতরে ঢুকে পড়লেন।

এই প্রেসটি ছিল হাই স্ট্রিট আর কোর্টের রাস্তার সংগমস্থলে। সম্ভবত প্রেসের নাম ছিল ভাগবৎ প্রেস, আর শুনেছি মায়াপুরের সাধুরা ছিলেন তার মালিক। হাই স্ট্রিটের নাম এখন হয়েছে ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড এবং কোর্টের দিকের রাস্তার নাম হয়েছে মনোমোহন ঘোষ স্ট্রিট। সম্মেলনের ইশতিহারখানা হাতে পেয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ থাকল না যে তাঁর পিছনে রয়েছেন কলকাতার সেই যুবক। কলকাতায় ফিরে এসে তাঁর সম্বন্ধে খবর নিয়ে ও তাঁর অন্য সব কাজের ওপরে নজর রেখে আমাদের সন্দেহ সত্য প্রমাণিত হয়েছিল।[৭]

এখনকার দিনেও রাজনৈতিক দলাদলিতে যেমন দল ভেঙে যায়, সেদিনও এটা নতুন কিছু ঘটনা নয়। কৃষ্ণনগরের প্রাদেশিক সম্মেলনে এমন কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে—যার ছায়া এসে পড়ল কলকাতার কংগ্রেস কমিটিতে। সমস্ত ঝামেলার মধ্যেও কাজী নজরুল নিজেকে ঠিক রেখেছিলেন এবং নিজের কাজে অবিচল ছিলেন। সম্মেলনের প্রচারের সঙ্গে তিনি তাঁর নিজের সৃষ্টির কাজকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরিস্থিতি যেমন এসে ধরা

দিয়েছে নজরুলের কাছে, তাঁর হাত থেকে লেখাও বেরিয়েছে তেমনভাবে। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করি কৃষ্ণনগরের সম্মেলনের ঝামেলার পরে নজরুল কৃষ্ণনগরের স্টেশন রোডের ধারে একটি বাড়ি ভাড়া করেন। একতলা ছোটো বাড়ি হলেও চওড়া ছিল তাঁর বারান্দা। বাড়ির মালিক ছিলেন খ্রিস্টান মহিলা। এলাকাটি কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত চাঁদ সড়ক এলাকা। এখানে এক সঙ্গে বসবাস করেন শ্রমজীবী খ্রিস্টান ও মুসলিমরা। নজরুল তাঁর 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস এই পরিবেশকে কেন্দ্র করেই লিখেছিলেন।

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে নজরুল গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা না করেই একটি কাজ করে বসলেন। সেটা হল কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচনে সে নিজে প্রার্থী হল। সমস্ত ঢাকা বিভাগের মধ্যে কেন্দ্রীয় আইন সভায় মুসলমানদের জন্য মাত্র দুটি আসন সংরক্ষিত ছিল। শুধুমাত্র মুসলিম ভোটাররাই এই ভোট দেওয়ার অধিকারী ছিলেন। সম্পত্তির ভিত্তিতেই ভোটার হওয়া যেত তখন। এই রকম সংরক্ষিত আসনে ভোটে লড়ার কোনো ইচ্ছা কংগ্রেস বা স্বরাজ পার্টির তেমন কোনো ইচ্ছা ছিল না। তবুও তারা এর সঙ্গে নিজেদের নাম জড়িয়ে রাখতে চাইছিল। মোট ভোটার ছিল ১৮,১১৬ জন। আর প্রার্থী ছিল মোট পাঁচ জন।

১. মুহম্মদ ইস্‌মাইল চৌধুরী (বরিশালের জমিদার)
২. আবদুল হালীম গজনবী (তখনও নাইট হননি)
৩. খাজা আবদুল কবীম (ঢাকা নওয়াব বাড়ির)
৪. কাজী নজরুল ইসলাম
৫. মফীজউদ্দীন আহ্‌মদ[৮]

এই বছরের ২৮ অক্টোবর নজরুল কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতা আসেন। কলকাতায় এসে তিনি বিধান রায়ের সঙ্গে দেখা করেন। নির্বাচনের প্রচার করার জন্য বিধান রায় তাকে তিনশো টাকা দেন। এই সামান্য টাকায় নির্বাচনের প্রচার করা সম্ভব নয়। নজরুলের বন্ধুরা তাকে বোঝালেন, এই ভাবে নির্বাচনে না লড়ার জন্যে। নজরুল যে যুবক শ্রেণিকে উদ্‌বুদ্ধ করে এসেছে এতদিন, তারা এই ভোট দেওয়ার জন্য যোগ্যও নয়। সুতরাং এই সামান্য টাকায় প্রচারে নেমে কিছুর করা যাবে না, বন্ধুদের পরামর্শে নজরুল বুঝতে পেরে নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে আর এগিয়ে আসেননি। রাজনীতি স্বচ্ছ চিন্তাধারাতে চলে না, সেটা নজরুল বুঝতে পেরেছে। রাজনীতি থেকে একটু একটু করে সরে এলেও, সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্ট ভাগ করে নেওয়া থেকে তিনি সরে আসেননি। বরং আরও বেশি করে এই অসহায় মানুষদের সঙ্গে তিনি জড়িয়ে নিয়েছেন। রাজনীতির মঞ্চ থেকে তিনি এবার পুরোপুরিভাবে নিজেকে নিয়োজিত করে ফেললেন সাধারণ মঞ্চে।

নজরুল তাঁর লেখালিখির (১৯১৯-১৯৪২) প্রায় তেইশ বছরের মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্ট, তাদের একত্রিত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। দেশকে ইংরেজদের হাত থেকে মুক্ত করে স্বাধীন করে তোলা সবথেকে বেশি করে উঠে এসেছে। আর যে জিনিস দেখে তিনি নিজে চুপ থাকতে পারেননি, তা হল হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদ। তাই তাঁর লেখার মধ্যে প্রতিমুহূর্তে প্রচার পেয়েছে সাম্যবাদ। জাতিগত সাম্যবাদকেই শুধু প্রাধান্য দেননি

তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক সাম্যতার প্রচারও করেছেন। মার্কসবাদ নজরুলের জীবনের দর্শন না হলেও, মার্কসের সামাজিক ও অর্থনৈতিক আর্দশকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। নজরুল চেয়েছিলেন সাধারণ মানুষ তাঁর নিজের অধিকার নিয়ে বাঁচুক। কারো দয়া-দাক্ষিণ্যে যেন না বাঁচে। সেই প্রচেষ্টাই তিনি আজীবন করে গিয়েছেন। রাজনীতির মধ্যে থেকে বা রাজনীতির বাইরে এসে।

উৎসের সন্ধানে

১. মুজফফর আহমদ : 'কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা', ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ১৮৩
২. কাজী নজরুল ইসলাম : 'নজরুল রচনাবলী', জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৭৯
৩. তদেব : পৃ. ৮১
৪. তদেব : পৃ. ১১৩-১১৪
৫. উৎস-১, পৃ. ১৯০
৬. উৎস-২, ১২২
৭. মুজফফর আহমদ : 'কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা', ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ. ১৯৬
৮. তদেব : পৃ. ১৯৭